দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 19 AUG 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

56 6

## শিক্ষাঙ্গন

### কিণ্ডার গার্টেন বিদ্যালয়ঃ শিক্ষা না ব্যবসা?

ইদানীং দেশে বিশেষ করে, শহর এলাকায় ব্যাঙের ছাতার মতো মহল্লায় মহল্লায় গজিয়ে উঠেছে কিণ্ডার গার্টেন স্কুল। আবাসিক গৃহের দু'টো কামরায় দশ-বারোটি বেঞ্চ ও কিছু টেবিল বসিয়েই বাড়ীর গায়ে কিণ্ডার গার্টেন স্কুলের নামফলক বসানো হয়। শুরু হয়ে যায় স্কুল। বেতনের কোন সীমারেখা নেই। অভিভাবকদের কাছ থেকে রীতিমতো শুষে ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়ার খরচ তুলে নেয়া হয়। কিন্তু ক'জন অভিভাবক এই বিপুল খরচ মিটাতে পারেন? তাছাড়া কিণ্ডার গার্টেন স্কুলে শিক্ষালাভের পরে অন্য স্কুলে গিয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারে না। তাদের মনে অর্থহীন উন্নাসিকতা সৃষ্টি হয়।

মূলতঃ ইংরেজী শিক্ষাকে কেন্দ্র করেই এ সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। পাশ্চাত্যের ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ইদানীং কিছু কিছু অভিভাবক তাদের ছেলে-মেয়েদের এসব স্কুলে ভর্তি করতে দারুণভাবে আগ্রহী। তাঁরা মনে করেন, ইংরেজী স্কুলে পড়লে ইংরেজী শিক্ষা তথা কথা-বার্তায় দক্ষতা অর্জন করলে জীবনে প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হবে। আর অভিভাবকদের এই মনোভাবকে কেন্দ্র করে এক শ্রেণীর উৎসাহী লোক এ ধরনের স্কুল প্রতিষ্ঠা করে বস্তুত ব্যবসায় মেতে উঠেছে। একবার এক ভদ্রলোককে বলতে শুনি, যখন কোন ব্যবসায় কিছু হচ্ছে না, তখন এক বন্ধুর পরামর্শে কিণ্ডার গার্টেনের ব্যবসায় নেমে পড়ি। কিছু টাকা ইনভেস্ট করে একটি বাড়ীতেই প্রথম স্কুল খুলি তারপর এই দু'বছরে তা ফুলে ফেঁপে উঠেছে। কিণ্ডার গার্টেনের ব্যবসা একটি ভালো ব্যবসা। রাজধানী ঢাকা শহরে ইতিপূর্বে কয়েকটি নামে মাত্র ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল ছিল। ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ছিল বেশ নগণ্য। কিন্তু স্বাধীনতার পর পর হঠাৎ করেই যেন এই ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের সংখ্যা বাড়তে থাকে। শুধু তাই নয়, এই জোয়াড় এখন মফস্বল শহরগুলোতেও ছড়িয়ে পড়েছে।

ময়মনসিংহ শহরে প্রথম ইংরেজী স্কুল সম্ভবত 'মরিয়ম স্কুল' পরবর্তীতে আফুয়া এবং বর্তমানে প্রি-ক্যাডেট স্কুল। এরপর ধীরে ধীরে সানফ্লাওয়ার, প্রি-ক্যাডেট স্কুল এবং সমসাময়িকভাবে উদয়ন নার্সারী চালু হয়। এই স্কুলগুলো চলছিল বেশ। কিন্তু ইদানীং এদের সাথে তাল মিলিয়ে আরো কয়েকটি শিশুদের স্কুল অলিতে-গলিতে গড়ে উঠেছে। এখন প্রশ্ন, স্কুলগুলো চলছে কেমন? এসব স্কুলে পড়াশুনার খরচ অন্যান্য সাধারণ স্কুলের তুলনায় অনেক বেশী। মোটা অংকের বেতন ছাড়াও খাতা-বই ইত্যাদি স্কুল থেকেই বাধ্যতামূলকভাবে কিনতে হয়। 'চ্যারিটির' নামে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে নিয়মিত টাকা আদায়ের ব্যাপার তো রয়েছেই। এসব স্কুলের পথ অনুসরণ করে অর্থ উপায়ের অন্যতম পন্থা হিসাবে প্রতিবছরই গজিয়ে উঠেছে অসংখ্য কেজি স্কুল। এদের কোনটিরই মাসিক বেতন ৫০ টাকার কম নয়। প্রতিটি পাড়ায় গজিয়ে উঠা এসব স্কুলের উপর সরকারের তেমন কোন নিয়ন্ত্রণ নেই বলে মনে হয়। সরকারী কোন অর্থ সাহায্য এরা পায় না। তাই এই স্কুলগুলোর কর্তৃপক্ষ কোন কিছুরই তোয়াক্কা করেন না। আর ইংরেজী শিক্ষাদানের জন্য সারা দেশে ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠা কেজি আর ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলোতেই হাজার হাজার ছেলে-মেয়ের ভিড়। অথচ এসব ইংরেজী স্কুলে কতটা সঠিক পড়ানো হয়, কিভাবে পড়ানো হয়, তাতে সরলমতি শিশুদের উপকারই বা কতটুকু হয়, তা কেউই বিশেষ গ্রাহ্যের মধ্যে আনেন না। এতে ছেলে-মেয়েরা ইংরেজী ভাষাটাও ভালো করে শেখে না, আবার বাংলা ভাষাটাও ভুলে যেতে বসে। ইংরেজী স্কুলে পড়ানো আজকাল অভিভাকদের কাছে যেন স্টেট্যাসের বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। অবিলম্বে এ ধরনের মনোভাব পরিত্যাগ করা বাঞ্ছনীয়। নতুবা সামাজিক প্রেক্ষাপটে এই ধারা অব্যাহত থাকলে এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া যে দেখা দেবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

—*সুলতানা শায়লা রেনী*